মুজিবনগরের পাঁচ প্রতিষ্ঠানে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালিয়ে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার সকালে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতি. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী মূল্য তালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করার অপরাধে আলিফ বস্তা ট্রেডার্স অ্যান্ড চাউল ভান্ডারকে ৫০০ টাকা, কালাম স্টোরকে ৫০০ টাকা এবং জোয়ার্দ্দার স্টোরকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া কসমেটিকসে মূল্য উল্লেখ না থাকা এবং লাইসেন্স ছাড়া গ্যাস বিক্রির দায়ে ধারা ৩৭ ও ৫২ অনুযায়ী তাসিন কসমেটিকস অ্যান্ড গিফট কর্নারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। খাদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য (হাইড্রোজ) ব্যবহার করায় ধারা ৪২ অনুযায়ী মিজান হোটেলকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয়ের ভাউচার সংরক্ষণ, মানসম্মত পণ্য বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য/ওষুধ ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

১ কেজি সজনে ডাঁটার দামে ১

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সজনে ডাঁটা কিনলাম। দাম নিয়েছে ৫৮০ টাকা। এত বেশি দামে আগে কখনও সজনে ডাঁটা কিনিনি।”

স্কুল শিক্ষক ফারুক আহমেদ বলেন, “বাজারে নতুন কিছু এলেই দাম হয়ে যায় আকাশচুম্বী। পণ্যের দাম বাড়াতে বা কমাতে কারও অনুমতি লাগে না। নিষেধ করারও কেউ নেই। তা না হলে এক কেজি সজনে ডাঁটার দাম ১ হাজার ১০০ টাকা হয় কীভাবে? অথচ এটি আমাদের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফসল।”

সবজি ব্যবসায়ী কাঞ্চন বলেন, “বছরের শুরুতে সবজির দাম কিছুটা বেশি ছিল। এখন রমজান মাস চললেও বেশিরভাগ সবজির দাম তুলনামূলক কম। বাড়তি দাম রয়েছে শসা ও সজনে ডাঁটায়। দেশি সজনে আজ বাজারে প্রথম এসেছে, তাই ১ হাজার ১০০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। আমদানি করা সজনে ডাঁটা বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকা করে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, “রমজান মাস সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত বাজার মনিটরিং চলছে। প্রয়োজনে তদারকি আরও বাড়ানো হবে। কোনো ব্যবসায়ীকে সিন্ডিকেট তৈরি করতে দেওয়া হবে না। অতিরিক্ত দাম নিলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীর গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামবাসীর উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামবাসীর উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে এ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মাহফিলে কয়েক হাজার মুসল্লি উপস্থিত থেকে দোয়া ও ইফতারে শরিক

হন। ইফতারের আগে দেশ ও জাতির কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। ইফতার আয়োজকদের অন্যতম সাজ্জাদ হোসেন পলাশ জানান, এলাকার মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক বন্ধন জোরদার করার লক্ষ্যে প্রতিবছর এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখা হবে। অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

এনসিপির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরে শিশু পরিবারে ইফতার

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দকে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের শিশুদের সঙ্গে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের প্রাঙ্গণে জেলা শাখার উদ্যোগে সেখানে বসবাসরত শিশুদের সঙ্গে আন্তরিক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি মেহেরপুর জেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, মো. তামিম ইসলাম, হাসনাত জামান সৈকত, মাহাবুব তৌহিদ রবিন, আব্দুস সালাম, মোহা. দারুস সালাম, ইব্রাহিম হোসেন, তাহসিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ইফতার মাহফিলে নেতৃবৃন্দ শিশুদের সঙ্গে একই সারিতে বসে ইফতার করেন এবং তাদের পড়াশোনা, দৈনন্দিন জীবন ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। শিশুদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতে তাদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তারা।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের প্রকৃত শক্তি কেবল নির্বাচনী কার্যক্রমে নয়, বরং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই নিহিত। বর্ষপূর্তির এই বিশেষ দিনে এতিম ও অসহায় শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানো তাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশুদের জন্য দোয়া ও শুভকামনা জানানো হয় এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়। শিশুদের মুখে হাসি ও সবার মাঝে একাত্মতার অনুভূতিতে দিনটি হয়ে ওঠে আবেগঘন ও স্মরণীয়।

গাংনীতে জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

‘দেশ যাবে নতুন পথে, ফিরবে না আর ফ্যাসিবাদে’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিকেলে গাংনীর একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা কমিটির সদস্য মুজাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার-পূর্ব আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা, গাংনী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক এবং কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন।

এসময় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মেহেরপুর জেলা কমিটির সদস্য আমির হামজা, শামীম আহমেদ আজম, গাংনী উপজেলা কমিটির সমন্বয়কারী আব্দুল্লাহ আল মামুন, যুগ্ম সমন্বয়কারী সবুজ রানাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মুজাহিদুল ইসলাম উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, “আজকের আয়োজন শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের মিলনমেলা।”

ইফতার মাহফিলে জুলাই অভ্যুত্থানের পরিবারের সদস্য, বিভিন্ন

রাজনৈতিক দলের নেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক, শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

মেহেরপুরে অনুর্বর জমিতে উৎপাদনশীল উদ্ভাবিত বার্লির মাঠ দিবস

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মেহেরপুরে বারি উদ্ভাবিত বার্লির নতুন জাত উদ্ভাবন ও উৎপাদন কর্মসূচি বিষয়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১টার দিকে সদর উপজেলার বারাদীতে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্র এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, মেহেরপুরের প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাড়াদি বিএডিসি খামারের উপ-পরিচালক মিনহাজ উদ্দিন চৌধুরী, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপ-প্রকল্প পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. জাহান আল মাহমুদ, কৃষি বিজ্ঞানী মামুন হোসেন প্রমুখ।

এসময় ৮০ জন কৃষক-কৃষাণী বার্লির নতুন জাতের চাষ পদ্ধতি ও এর সুফল সম্পর্কে জানতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বারি উদ্ভাবিত বার্লির নতুন এই জাতটি খোসামুক্ত গমের মতো, যা অনুর্বর ও লবণাক্ত জমিতেও চাষযোগ্য। স্বাস্থ্যসম্মত ও কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্সসমৃদ্ধ এই বার্লি ডায়াবেটিস আক্রান্ত এবং ডায়াবেটিস থেকে মুক্ত থাকতে ইচ্ছুক মানুষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী একটি ফসল।

ফসলটি চাষাবাদে খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় না। আগে হুলযুক্ত খোসার কারণে চাষিরা বার্লি চাষে আগ্রহ হারালেও নতুন উদ্ভাবিত বার্লিতে সেই সমস্যা নেই। ফলে নতুন এ জাতের বার্লি চাষ

সম্প্রসারণে গবেষণা কেন্দ্রে বীজ উৎপাদন ও মাঠ পর্যায়ে বিতরণের লক্ষ্যে কৃষক-কৃষাণীদের নিয়ে এ আয়োজন করা হয়।

ইতোমধ্যে ফসলের প্রজনন, প্রশিক্ষণ, মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, মেহেরপুর এ অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

মেহেরপুরে কালব’র ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষক-কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিমিটেডের সহযোগিতায় শনিবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর পৌর কলেজের হলরুমে এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষক-কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের সভাপতি মোহা. মাজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালব ট্রেজারার নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালব “গ” অঞ্চলের ডিরেক্টর অধ্যক্ষ শেখ শহিদুল ইসলাম এবং মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা জেলা ব্যবস্থাপক মি. সুজয় কুমার বসু।

সভায় ইউনিয়নের বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। বক্তারা সমবায়ের মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের আর্থিক সুরক্ষা ও সঞ্চয় বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এসময় মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকসহ ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ছিনতাইয়ের কবলে কৃষক দল নেতা ও তার ছেলে

মুজিবনগর উপজেলার কৃষক দলের নেতা ও সাবেক ইউপি সদস্য জাকির হোসেন এবং তার ছেলে সাব্বির হোসেন বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে আনন্দবাস থেকে মোটরসাইকেলযোগে কেদারগঞ্জ বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

পথিমধ্যে বাগোয়ান সারঘর নামক স্থানে পৌঁছালে ছিনতাইকারীরা তাদের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে। এ সময় দেশীয় অস্ত্রের মুখে তাদের কাছে থাকা টাকা ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। ঘটনাটি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

গাংনীতে ব্যাংক এশিয়ার ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংকের মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শাখার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে ইফতারপূর্ব আয়োজিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংকের গাংনী উপজেলা শাখার পরিচালক মো. মাসুম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য নজমুল হুদা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডা. রবিউল ইসলাম, পৌর শাখার আমির আহসানুল হক, ব্যাংক এশিয়ার সিনিয়র অফিসার মো. রোয়েল মিয়া, মেহেরপুর জেলা শাখার ব্যবস্থাপক ফিরোজ আল মামুন এবং গাংনী পৌর জামায়াতের বায়তুল মাল সম্পাদক

জিল্লুর রহমান।

সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক রাশিদুল ইসলাম বোরহান।

আলোচনা সভায় ব্যাংক এশিয়ার বিভিন্ন এজেন্ট শাখার পরিচালক ও গ্রাহকরা উপস্থিত ছিলেন।

অনলাইন জুয়ার অদৃশ্য সম্রাট জামান মাস্টার গ্রেপ্তার, কারাগারে প্রেরণ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ডিজিটাল লেনদেনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি বিস্তৃত অপরাধ নেটওয়ার্কে বড় ধরনের আঘাত হেনেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। মধ্যরাতে নাটকীয় অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন এই চক্রের আলোচিত মুখ জামান উদ্দিন ওরফে জামান মাস্টার। আদালতের নির্দেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সাইবার সুরক্ষা আইনে দায়ের করা মামলায় গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে তাকে আদালতে হাজির করা হলে শুনানি শেষে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশ সূত্র জানায়, ২৫ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে জেলা ডিবি পুলিশ ও কোমরপুর পুলিশ ক্যাম্পের যৌথ দল জামান মাস্টারের বাড়ি ঘিরে ফেলে। রাত ১টা ১০ মিনিট থেকে একাধিকবার গেট খুলে দিতে বলা হলেও ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

বরং পরিবারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রভাবশালীর নাম উল্লেখ করে পুলিশকে অভিযান বন্ধের চাপ দেওয়া হয় বলে দাবি করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি দায়িত্বশীল সূত্র। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত পুলিশ প্রাচীর টপকে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে এবং জামান মাস্টারকে আটক করে।

গ্রেপ্তারের সময় তার কাছ থেকে কোনো মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ উদ্ধার করা যায়নি। পুলিশ ধারণা করছে, অভিযানের আগেই গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল ডিভাইস সরিয়ে ফেলা হতে পারে।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জামান মাস্টার কোনো বক্তব্য দেননি। পরে তাকে মুজিবনগর থানায় রাষ্ট্রপক্ষের দায়ের করা সাইবার সুরক্ষা আইনের দ্বিতীয় মামলায় (মামলা নম্বর–৪) গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে তোলা হয়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তাকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হবে। তদন্তে অনলাইন জুয়ার অর্থের উৎস, হুন্ডি ও ডিজিটাল লেনদেনের পথ, এবং চক্রের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলায় পলাতক আসামি হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

মাত্র দুই দিন আগে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, ‘অনলাইন ক্যাসিনো ও জুয়া এজেন্টদের বিরুদ্ধে জেলা পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে।’

গার্মেন্টস কর্মী থেকে জুয়ার সাম্রাজ্য!! কে এই জামান মাস্টারঃ

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর উত্থানের গল্প। একসময় ঢাকার একটি গার্মেন্টসে চাকরি করা জামান মাস্টার গ্রামে ফিরে মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ নামের একটি নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী কাম হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

পরবর্তীতে কোমরপুর বাজারে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের একটি এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্ট চালু করার পর থেকেই তার আর্থিক অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন শুরু হয়।

জানা গেছে, তিনি আন্তর্জাতিক অনলাইন জুয়া প্ল্যাটফর্ম Linebet, 1xBet এবং Melbet–এর আঞ্চলিক এজেন্ট হিসেবে মাঠপর্যায়ে অর্থ সংগ্রহ ও লেনদেন পরিচালনা করতেন। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে কাঁচা ঘর থেকে দোতলা বিলাসবহুল বাড়ি, জমি, দামি গাড়ি ও একাধিক

মোটরসাইকেলের মালিক বনে যান তিনি। যার কোনো বৈধ আয়ের উৎস পুলিশ এখনো শনাক্ত করতে পারেনি।

প্রশাসনিক ছত্রচ্ছায়ার অভিযোগ

মেহেরপুরকে কেন্দ্র করে সারাদেশে বিস্তৃত এই অনলাইন জুয়ার নেটওয়ার্কের অন্যতম সংগঠক হিসেবে জামান মাস্টারের নাম উঠে এসেছে। শুরু থেকেই তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টারের নাম সামনে আসে, যিনি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এই প্রভাব ও ছত্রচ্ছায়ার কারণেই দীর্ঘদিন ধরে কোটি কোটি টাকার অবৈধ অনলাইন জুয়ার সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে বলে তদন্ত সংশ্লিষ্টদের ধারণা।

বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন। চক্রের অন্যান্য সদস্য, অর্থের প্রকৃত উৎস এবং সম্ভাব্য পৃষ্ঠপোষকদের শনাক্তে নতুন করে অনুসন্ধান জোরদার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার